সার্ধশতবর্ষের আলোকে বিবেকানন্দ

--মনোরঞ্জন নাথ

'ছন্দের যাদুকর' কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়-

" বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,
বাঙালীর ছেলে ব্যায়ে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।"

উক্ত 'বাঙালীর ছেলে-'টি হলেন- মানব প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ। প্রাচ্য-পাশ্চাত্তের মিলন ঘটিয়ে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁর জন্মের সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে জানাই অন্তরের বিনম্র শ্রদ্ধা। 'যত্র জীব, তত্র শিব'- কিংবা 'জীব সেবাই শিব সেবা'- এই মহৎ উপলব্ধি থেকে মানব প্রেমের জন্ম। মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামীজী হলেন মানব প্রেমের মূর্ত্ত বিগ্রহ। নিপীড়িত মানবাত্মার সেবাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। নিজ আচরণ দ্বারা মহত্ত্বের উপলব্ধি প্রদর্শন করেছেন বিশ্ববাসীর কাছে। জন্ম সার্ধ শতবর্ষের আলোকে বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ আমাদের যুব সমাজকে অনুপ্রণিত করছে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ আমাদের কাছে বিশেষত আমাদের যুব সমাজের কাছে চির অম্লান। কর্ম ও সাহসিকতার নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়ার অভয়মন্ত্র দিয়েছেন তিনি। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন- ভারতের আপামর দরিদ্র সাধারণ মানুষের সেবা করতে। এই জন্য জাতি নয়, বর্ণ নয়, ব্রাহ্মন-ক্ষত্রিয় নয়- অর্থাৎ এ নিয়ে ভেদাভেদ নয়,- তিনি চেয়েছিলেন মানুষের মঙ্গল করতে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ভারতের সর্বত্র ভ্রমন করেছেন, দেশের সব মানুষের সঙ্গে অন্তরের মিলন ঘটিয়ে দেশ ও দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা তথা দৈন্য হয়েছেন অবগত। তাই বিবেকানন্দ ভারতবাসীর আত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা নিবৃত্তির ও চেষ্টা করেছেন। ঠাকুর-রামকৃষ্ণের অমোঘ বাণী তিনি উপলব্ধি করেছেন- 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' তাই দরিদ্র ভারতবাসীর দারিদ্র্য তাঁকে ব্যথিত করে। ভারতবাসীর সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা তাঁকে করে বিচলিত।

স্বামীজীর স্বল্প পরিসর জীবন- ত্যাগে, যোগে, জ্ঞানে, কর্মে এবং প্রেমে পরিপূর্ণ। আমেরিকার চিকাগো সম্মেলনে- অর্থাৎ চিকাগো শহরে ধর্ম মহাসম্মেলনে তিনি যোগদান করেন ১৮৯৩ সালে। ভারতের হিন্দু ধর্ম ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রচার করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁর বক্তৃতায় ও বিশ্লেষণে- শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করেন। ইউরোপের নানা জায়গা থেকে তাঁর ডাক আসে। স্বামীজী এলেন ইংলণ্ডের মাটিতে। সেখানেও প্রচার করেন বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও সনাতন হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য। তাঁর সান্নিধ্যে আসেন বিখ্যাত আইরিশ মহিলা মিস মার্গারেট নোবেল। পরে ভারতে এসে স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে হন-'ভগিনী নিবেদিতা'।- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ হয়ে বলেছেন- 'লোকমাতা'।

বিবেকানন্দের মতে, হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছে মিলন ও সংহতি। তাঁর মতে, 'বেদ' হল- আধ্যাত্মিক সত্য আবিস্কারের জ্ঞান ভাণ্ডার এবং আত্মা হল- স্বাধীন, পবিত্র, অসীম, শুদ্ধ ও পূর্ণ। ঈশ্বর হলেন পূর্ণ, মানুষ অপূর্ণ। অপূর্ণ মানুষের পূর্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা চিরকালের। বিবেকানন্দের ভাষায়- কুসংস্কার মানুষের বড় শত্রু ঠিকই, কিন্তু গোঁড়ামি বা ধর্মান্ধতা আরো খারাপ। আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে আমরা স্বামীজীর চিন্তা ও ভাবাদর্শকে উপলব্ধি করছি।

বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষের আলোকে আমরা লক্ষ্য করছি- আমাদের দেশের তরুণ মনে আত্মাবিশ্বাসের প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনি। মানুষকে ভালোবেসে দেবত্বলাভের পথ তিনি দেখিয়েছেন। এছাড়া যুব সমাজের ধ্যান ধারণার মস্তিষ্ক, অনুভব করার হৃদয় এবং কাজ করার হাত- এই তিনটিকে সক্রিয় রাখতে বলেছেন বিবেকানন্দ। স্বামীজীর জন্মদিনটিকে (১২ই জানুয়ারী) আমরা জাতীয় 'যুব দিবস' হিসেবে পালন করি। আমাদের দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে তাঁর প্রদর্শিত সুমহান পথ- অনুসরণ করাই তাঁকে সম্মান জানানোর শ্রেষ্ঠ পথ। স্বামীজীর

বজ্রকণ্ঠে প্রদত্ত ভাষন- "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল- আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই..... ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধ্যক্যের বারানসী।"

বাংলা ভাষায় চলিত রীতির প্রয়োগ, সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ রচিত- 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজকের ভিক্ষা', 'রাজযোগ', 'ভক্তিযোগ', প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। উক্ত গ্রন্থগুলোর বিবিধ সংস্করণ প্রকাশ করা, গ্রন্থগুলোর উপযুক্ত সংরক্ষণ হবে তাঁর জন্ম সার্ধ শতবর্ষের যথোপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বর্তমান ভারত বহু সমস্যা জর্জরিত। বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত আজ শতধা বিচ্ছিন্ন। আমাদের জাতীয় সংহতি আজ বিপন্ন। এক বিরাট অবক্ষয়ের মুখোমুখি আমরা। সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র প্রাদেশিকতা বিচ্ছিন্নতাবাদ, বর্ণ বিদ্বেষ, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, উগ্রবাদী সমস্যা আমাদের জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তুলছে। জাতি ভেদ সমস্যা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, অন্ধ কুসংস্কার জন জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। তাই সমস্যার জগদ্দল পাথর চাপা আমরা। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে স্বামীজীর আদর্শ ও বানীতে আমাদের উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। বিবেকানন্দের মানবপ্রেমের আদর্শই সংকট নিরসনের একমাত্র পথ। তাই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও মানুষে মানুষে বিশ্বাসের ক্ষেত্রকে আর ও সম্প্রসারিত করতে হবে। সারা দেশে আজ যে ক্ষয়ের রূপ চোখে পড়ছে যুব সমাজ তাতে হচ্ছে বিভ্রান্ত। যেহেতু বিবেকানন্দের জীবনই তাঁর বাণী, সেহেতু যুব সমাজের কাছে তাঁর জীবন আচরনই হল আদর্শ-স্বরূপ।

কর্মযোগী বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আমাদের করনীয় কিছু রয়েছে। বিবেকানন্দ রচনাবলীর প্রকাশনা ও দায়িত্ব গ্রহণ, বিবেকানন্দ স্মৃতিতে তরুণ মনে উৎসাহ প্রদান, যুব দিবস পালন, যুব দিবসে বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন, বিবেকানন্দের নামানুসারে সরণি, পাঠাগার ইত্যাদির নামকরণ, বিবেকানন্দ চর্চা ইত্যাদি। অতএব সার্ধশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও আদর্শ সমাজের দ্বারে দ্বারে ছড়িয়ে দিতে প্রয়াসী হতে হবে। বিবেকানন্দ আমাদের স্মরণে ও মননে যে চির ভাস্বর।